সত্যমেব জয়তে

অসম সরকার

বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

শৈক্ষিক দিনপঞ্জি

শিক্ষাবর্ষ

২০২৩-২৪

(ক শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত)

প্রস্তুতকর্তা

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, অসম

কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটি-- ৭৮১০১৯

শৈক্ষিক দিনপঞ্জি ২০২৩-২৪

দিনপঞ্জির উল্লেখযোগ্য দিকগুলি

- দৈনন্দিন নির্ধারিত সময়ে প্রাতঃসভার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের কার্যসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত করবেন। **প্রাতঃসভায় প্রতিদিন রাষ্ট্রীয়সংগীত বা অসমের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের ব্যবস্থা করবেন।**
- প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যাতে ছোটোবেলা থেকে সু-স্বাস্থ্য ও সু-অভ্যাস গড়ে ওঠে তার জন্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা নিম্ন প্রদত্ত বিষয়গুলি লক্ষ করবেন-
  - — অনাময় ব্যবস্থা
  - — পানীয় জল এবং খাদ্য গ্রহণ
  - — পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা

বিদ্যালয়র সময়সূচি-

প্রাক্-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের জন্য নির্ধারিত ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট সময় নিম্ন প্রদত্ত ধরনে ভাগ করে নেবেন-

প্রাতঃসভা (প্রয়োজন অনুযায়ী এই সময় বৃদ্ধি করে নিতে পারবেন)	- ১৫ মিনিট
শৈক্ষিক বিষয়ের আদান-প্রদান	- ৩ ঘন্টা ১৫ মিনিট
বিরতি	- ৩০ মিনিট

অন্যান্য শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা ৬ ঘন্টা ২৫ মিনিট (সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ৩.২৫ টা পর্যন্ত) বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকবে। এই সময়টুকু নিম্ন লিখিত ধরনে বিতরণ করবেন-

প্রাতঃসভা	- ১৫ মিনিট
শৈক্ষিক আদান প্রদান	- ৫ ঘন্টা ২৫ মিনিট
প্রথম বিরতি	- ১০ মিনিট
মধ্যাহ্ন ভোজন বিরতি	- ৩৫ মিনিট

- ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের **মোট কর্মদিন**- ২৫৪, **মোট শ্রেণিদিন**-২৩০
- জেলা কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুযায়ী স্থানীয় বন্ধের দিনগুলি পালন করবেন।
- কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির বিয়োগ হলে সেইদিন শ্রেণি শেষ হওয়ার পর 'শোক সভা' অনুষ্ঠিত করবেন। কোনো কারণেই যাতে জেলা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বিদ্যালয় বন্ধ বা অর্ধছুটি ঘোষণা করা না হয় তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।
- রাজ্য সরকারের নির্দেশমর্মে সময় অনুযায়ী শৈক্ষিক দিনপঞ্জি পরিবর্তন হতে পারে, এই পরিবর্তনসমূহ যথা সময়ে জানানো হবে।
- মোট শ্রেণিদিন অপরিবর্তিত রেখে কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে বরাক উপত্যকায় পুজোর বন্ধ ১০ দিন বাড়িয়ে দিয়ে গরমের বন্ধের সমসংখ্যক দিন কমিয়ে নিতে পারবেন।
- চাবাগান এলেকার ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা অনুযায়ী নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সকাল ৭.৩০ টা থেকে দুপুর ১২.১৫ টা পর্যন্ত এবং উচ্চ প্রাথমিকের জন্য সকাল ৭.৩০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বন্যা বা অন্যান্য কোনো কারণে শিক্ষাদান ব্যাহত হলে বন্ধের দিনে, রবিবারে বা পরবর্তী কর্মদিনে স্কুল ছুটির পর পাঠদান করে এইঘাটতি পূরণ করবেন।
- প্রতি মাসে সুবিধা অনুযায়ী যেকোনো একটি শনিবারে মণ্ডল দক্ষ শিক্ষক সভা, কেন্দ্র সভা এবং উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের জোনেল মিটিং অনুষ্ঠিত করবেন। কিন্তু এই বিশয়ে লক্ষ রাখতে হবে যে এর জন্য নিয়মিত পাঠদান যেন ব্যাহত না হয়।
- বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের (Children with Special Needs (CWSN)) পাঠ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা প্রয়োজন অনুযায়ী কারিকুলামে সন্নিবিষ্ট ক্রিয়াকলাপসমূহ পরিবর্তন করে তাদের উপযোগী যাতে হয় সেই অনুযায়ী অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা শিশুদের পিতৃ-মাতৃ এবং অভিভাবকদের সঙ্গে প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে একবার করে সাক্ষাৎ করবেন। যেখানে শিশুদের উপস্থিতি, শেখার দক্ষতা, শেখার ফলাফল এবং তাদের ব্যক্তিগত সামাজিক গুণরাজির বিকাশ সম্পর্কে তাদের পিতৃ-মাতৃ এবং অভিভাবকদের অবগত করবেন।

নিপুন অসম

(বুনিয়াদি সাক্ষরতা এবং সাংখ্যিক ধারনা নিশ্চিত করার এক রাজ্যব্যাপী অভিযান)

শিক্ষানীতি, ২০২০ অনুযায়ী বিদ্যালয় পূর্ববর্তী স্তর থেকেই শিশুদের বুনিয়াদি সাক্ষরতা (Foundational Literacy) এবং বুনিয়াদি সাংখ্যিক ধারণা (Foundational Numeracy) র দক্ষতা আয়ত্তকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । এই শিক্ষানীতি উপর ভিত্তি করে ৩-৯ বছর বয়সের অর্থ্যাৎ প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে তৃতীয় শ্রেণিপর্যন্ত সকল শিশুদের বুনিয়াদি সাক্ষরতা ও সাংখ্যিক ধারণার শেখন ফলাফলসমূহ ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে নিশ্চিত করার জন্য ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ 'নিপুন ভারত' (NIPUN-National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding Numeracy) নামক একটি মিশনের সূচনা করেছেন । অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগ সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই মিশনকে 'নিপুন অসম' নামে নামাঙ্কিত করেছেন। এর সফল রূপায়নের জন্য শৈক্ষিক এবং প্রশাসনিক স্তরের কার্যসূচি আরম্ভ করেছেন । 'নিপুন অসম ' মিশনকে সফলভাবে রূপায়ন করতে হলে সকলের সহায় সহযোগিতা, পরামর্শ নিশ্চিত করতে হবে ।

'নিপুন অসম' মিশনের অন্তর্গত ক্রিয়াকলাপ সমূহ ৩-৯ বছর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে তৃতীয় শ্রেণিপর্যন্ত সকল বিদ্যালয়ে এই মিশনের কার্যকলাপ গুলি কায্যকরি করা হবে। অবশ্য চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা একি ধরনে বুনিয়াদি স্বাক্ষরতা ও সংখ্যা জ্ঞানের ক্ষেত্রে শৈক্ষিক সমর্থন প্রদান করবেন। এই মিশনের সফল রূপায়েনের জন্য বিদ্যালয় এবং শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের প্রধান করনীয় কাজগুলি হল-

(১) প্রথম শ্রেনিতে ভর্তি হওয়া শিশুদের জন্য শিক্ষাবর্ষের প্রথম তিনমাস (এপ্রিল, মে ও জুন) 'বিদ্যাপ্রবেশ' কার্যসূচি প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করা হবে ।

(২) পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে বিদ্যালয়গুলিতে যোগানো শেখা-শেখানের সরঞ্জামগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করবেন ।

(৩) প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের শেখার স্তর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার পাশাপাশি তদনুযায়ী উপযুক্ত পরিপূরক ব্যবস্থা গ্রহনের উদ্দেশ্যে নির্দেশনা অনুযায়ী মূল্যায়ন করবেন ।

(৪) শ্রেনিকক্ষে শেখার ফলাফলগুলি ভালোভাবে টাঙিয়ে রাখবেন ।

(৫) সময় সাপেক্ষে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। উদাহরনস্বরূপে- এন সি ই আর টি (NCERT), এস সি ই আর টি (SCERT) এবং সমগ্র শিক্ষা অসম (SSA) এর সহযোগিতায় আয়োজিত নিষ্ঠা প্রশিক্ষণে সকল শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ।

(৬) ১ম শ্রেনি থেকে ৩য় শ্রেনি পর্যন্ত প্রতিদিন ভাষার জন্য ৯০ মিনিট এবং গনিতের জন্য ৬০ মিনিট সময় দৈনিক পাঠদানের পিরিওডের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি এর সঠিক ব্যবহার করবেন (শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা দিনপঞ্জিতে উল্লিখিত দৈনিক সময় তালিকার আঙ্গিকে এই সময়টুকু নিজের সুবিধা অনুযায়ী প্রস্তুত করবেন।)

(৭) শ্রেনিকক্ষের পাঠদানসমূহ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের জন্য যোগ্যতা নির্দেশাত্মক নমুনা (Instructional Design) এ প্রদত্ত ধরনে একাদিক্রমে করবেন ।

(৮) প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর মূল্যায়নের তথ্যগুলি সঠিকভাবে মজুত রাখতে হবে ।

(৯) প্রয়োজনসাপেক্ষে শেখার ফলাফলসমূহ (Learning Outcome) নিশ্চিতকরনের জন্য অতিরিক্ত সহযোগিতা প্রদান করার ব্যবস্থা করবে।

(১০) শ্রেনিকক্ষগুলি মূদ্রন সমৃদ্ধ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

(১১) 'নিপুন অসম' মিশনকে সফলভাবে রূপায়ন করার জন্যে বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতি, পিতৃ-মাতৃ, অভিভাবক, স্থানীয় ব্যক্তি, শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে জড়িত সকল আধিকারিক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন ।

বিদ্যাপ্রবেশ

সকল ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রথম শ্রেনির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি ত্রৈমাসিক ভিত্তিক 'বিদ্যালয় প্রস্তুতির মডিয়ুল' তৈরি করা হয়েছে । এই মডিয়ুলে বর্নমালা, ধ্বনি, শব্দ, রং, আকৃতি ও সংখ্যা সম্পর্কে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ ও কর্মপুস্তিকা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে । এই ক্রিয়াকলাপগুলি সম্পন্ন করতে গিয়ে সমবয়সী ছেলে-মেয়ে, পিতৃ-মাতৃর সাহায্যের প্রয়োজন হবে ।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ এর আধারে নতুন দিল্লিস্থিত রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা প্রশিক্ষণ পরিষদ (NCERT) কর্তৃক প্রস্তুত এই মডিয়ুল রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (SCERT) অসম অসমিয়া ও অন্যান্য মোট সাতটি মাধ্যমে অনুবাদ/অভিযোজন করেছেন।

বিদ্যাপ্রবেশ ভারত সরকারের বিশেষ পদক্ষেপ NIPUN BHARAT (বুনিয়াদি সাক্ষরতা এবং সংখ্যাজ্ঞানের রাষ্ট্রীয় অভিযান) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রাক-প্রাথমিক পর্য্যায়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ লাভ করা বা না করা অবস্থায় প্রথম শ্রেণিতে প্রবেশ করেছে এমন সব শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ এবং শেখার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই মডিয়ুল প্রস্তুত করা হয়েছে । এক আনন্দমুখর পরিবেশে নির্ভয়ে শিশুদের বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষায় প্রবেশ করাতে এই মডিয়ুলটি শিক্ষকদের জন্য নিশ্চিতভাবে সহায়ক হবে । বিদ্যালয় প্রস্তুতির এই কার্যসূচি প্রথম শ্রেণির তিনমাস দৈনন্দিন চারঘন্টা করে প্রয়োগ করার জন্য সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। খেলা-ধূলা ও কর্ম অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির উপর প্রাধান্য দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বয়সোপযোগী ক্রিয়াকলাপ এবং স্থানীয় উপলব্ধ ক্রীড়া সামগ্রী ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বহনক্ষম বিকাশের লক্ষ্য ৪.৭

২০৩০ সালের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের দেশসমূহের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রসংঘ ১৭ টি বিশেষ লক্ষ্য নির্ধারন করেছে। এগুলিকে বহনক্ষম বিকাশের লক্ষ্য (Sustainable Development Goal) বলা হয়। এগুলির মধ্যে চতুর্থ লক্ষটি হল সকল শিশুদের জন্য গুণসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা। গুণসম্পন্ন শিক্ষার এই লক্ষ্যর মধ্যে আবার ৪.৭ সংখ্যাক উপলক্ষ্যে বলা হয়েছে যে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের বহনক্ষম বিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা আহরণ করতে হবে। এই উপলক্ষ্যের বিষয়বস্তু গুলিকে এই ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। পর্য্যায়ক্রমে এই বিষয়বস্তুকে অর্ন্তভুক্ত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। উল্লিখিত বিষয়গুলি হল-

বহনক্ষম বিকাশ- বহনক্ষম বিকাশ, পরিবেশতন্ত্র, পরিবেশ শিক্ষা, পরিবেশের বহনক্ষমতা, আবহাওয়া পরিবর্তন, পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির উৎস, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক বহনক্ষমতা, সামাজিক বহনক্ষমতা

মানব অধিকার- অধিকার, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়, মানব অধিকারের শিক্ষা।

শান্তি ও অহিংসা- শান্তি, অত্যাচার, উৎপীড়ন, হিংসা, শান্তির শিক্ষা, নীতি বা মূল্যবোধ শিক্ষা।

বিশ্ব নাগরিকত্ব- বিশ্বায়ন, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র/আন্তঃ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিশ্বস্তর ও স্থানীয় চিন্তার সহযোগ, আন্তর্জাতিক স্তরের অসমতা, ডিজিটেল নাগরিকত্ব, আন্তর্জাতিক স্তরের সমসাময়িক সংঘাত সম্পর্কীয় বিষয়সসমূহ।

লিঙ্গ- লিঙ্গসমতা, লিঙ্গভেদ অতিক্রম করে সমউন্নয়ন লিঙ্গভেদের প্রতি সংবেদনশীলতা, লিঙ্গভেদের সমমর্যাদা, সবলীকরণ।

বৈচিত্র- সাংস্কৃতিক বৈচিত্র, জনগোষ্ঠী জাতি, সামাজিক-অর্থনৈতিক কারক সমূহ, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, ধর্ম এবং বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সঙ্গে জড়িত বিষয়সমূহ ।

প্রাক্- প্রাথমিক শ্রেণির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং মান নিরূপণের ব্যবস্থাবলি

প্রাক্-প্রাথমিক শ্রেনি (৩-৯) বছর

প্রাক্- প্রাথমিক শ্রেনির শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে- —

- শিশুদের বিদ্যালয়সমুখী করার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা ।
- শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশে অবদান যোগানো।
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য স্পৃহা বাড়ানো এবং প্রস্তুত করে তোলা ।

শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের লক্ষ্যসমূহ-

(১) শিশুরা সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হবে এবং সুস্থ জীবন-যাপন করবে।

(২) শিশুরা ভাব-বিনিময়ে সফল হবে।

(৩) শিশুরা তাৎক্ষনিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে শেখার কাজে জড়িত হবে।

(এই বিকাশ সম্বন্ধীয় লক্ষ্যসমূহ আন্তঃ সম্পর্কীয়। এর উদ্দেশ্য হল, শিশুর সর্বাত্মক যেমন- বৌদ্ধিক ভাষিক, শারীরিক , সামাজিক/আবেগিকি এবং সৃজনশীল বিকাশের দক্ষতাগুলো নিশ্চিত করার জন্য সুযোগ প্রদান করা)

শিশুর শেখার মান নিরূপন-

শিশুর শেখার মান নিরুপন করার সময় নিম্নে দেওয়া প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করা উচিত।

- প্রত্যেক শিশুর পোর্টফলিও প্রস্তুত করবে। প্রত্যেক শিশুর অগ্রগতির পর্যায় জানা এবং খতিয়ান সংগ্রহ করতে শিক্ষককে সাহায্য করবে।
- বিভিন্ন শেখার অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত শিশুকে পর্যবেক্ষণ করবেন।
- শেখানোর প্রক্রিয়াতে শিশুকে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করবেন।
- শিশুরা ছোট ছোট দলে কার্যকলাপ করার সময় নিশ্চিত ভাবে প্রত্যেকটি দলের পর্যবেক্ষণ করবেন।
- পর্যবেক্ষণকে ভিত্তি করে কী ঘটছে সেই ঘটনার সত্য বিবরনী (anecdotes) লিখুন। পর্যবেক্ষণ করার সময় নিরপেক্ষ হতে হবে। ধারনা বা অনুমান যাতে পর্যবেক্ষণকে প্রভাবিত না করে সেটি নিশ্চিত করন এবং আচরন মূল্যায়ন না করে বর্ণনা করবেন।
- প্রত্যেকজন শিশুর অগ্রগতির মান নিরূপণ করার সময় পূর্বের পর্যায়ে কেমন শিখেছে তার মান নিরূপণ করবেন। ব্যক্তি হিসাবে একজন শিশুকে অন্য একজনের সঙ্গে তুলনা করবেন না।
- তৃতীয় পর্যায়ের মান নিরূপণ সম্পূর্ণ করার পর প্রত্যেক শিশুর তথ্যসমূহ একত্রিত করে সংগ্রহ করে রাখবেন যাতে ভবিষ্যতে শিশুদের সহায়ক হয়। এবং শেখানোর অভিজ্ঞতার পরিকল্পনা করার সময় পিতৃ-মাতৃ বা অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করতে বা কার্যসূচির প্রয়োজনে পরিবর্তন করার সময় এটি যাতে সহায়ক হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

বুনিয়াদী, প্রস্তুতিমূলক এবং মধ্যম পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে সন্নিবিষ্ট বিষয়সমূহ

(ক) বুনিয়াদী (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) ও প্রস্তুতিমূলক (তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি) পর্যায়-

বিষয়

- **ভাষা ১**
  - মাতৃভাষা ও মাধ্যম ভাষা
- **ভাষা ২**
  - ইংরাজি (ইংরাজি ছাড়া অন্যান্য মাধ্যমের বিদ্যালয়ের জন্য)
  - সহযোগী রাজ্য ভাষার যেকোনো একটি (ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ের জন্য)
- **গণিত**
- **পরিবেশ অধ্যয়ন** (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে সমন্বিতভাবে ভাষা ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংলগ্ন থাকবে)
- **স্বাস্থ্য ও শারিরীক শিক্ষা**
- **কলাশিক্ষা**

(খ) মাধ্যম (ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি) পর্যায়-

বিষয়

- গণিত • বিজ্ঞান • সমাজ বিজ্ঞান • স্বাস্থ্য ও শারিরীক শিক্ষা • কলাশিক্ষা • কর্মশিক্ষা • ভাষা

ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিসমূহ-

নমুনা (ক) (অসমিয়া মাধ্যমের জন্য)

ভাষা ১ - অসমিয়া

ভাষা ২ - ইংরাজি

ভাষা (৩+৪)ঃ ভাষা ৩ - হিন্দি (পল্লব: ১ম, ২য়, ৩য়) ৫০%

ভাষা ৪ - বোড়ো/বাংলা/গারো/ মণিপুরী/নেপালী/ তিওয়া/ তাই/ রাভা/দেউরী/ মিসিং/ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী/সংস্কৃত এবং আরবী (৫০%)

অথবা

ভাষা ৩ - হিন্দি (পল্লব: ১ম, ২য়, ৩য়) ১০০%

নমুনা (খ) - (বাংলা মাধ্যমের জন্য)

ভাষা ১ - বাংলা

ভাষা ২ - ইংরাজি

ভাষা (৩+৪)- ভাষা ৩ - অসমিয়া (সাহিত্য করণি: ১ম, ২য়, ৩য়) ৫০%

ভাষা ৪ - বোড়ো/বাংলা/গারো/ মণিপুরী/নেপালী/ তিওয়া/ তাই/ রাভা/দেউরী/ মিসিং/ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী/সংস্কৃত এবং আরবী (৫০%)

অথবা

ভাষা ৩ ঃ অসমীয়া (সাহিত্য করণি: ১ম, ২য়, ৩য়) ১০০%

নমুনা (গ) ঃ (বোড়ো মাধ্যমের জন্য)

ভাষা ১ - বোড়ো

ভাষা ২ - ইংরাজি

ভাষা (৩+৪)- ভাষা ৩ ঃ অসমিয়া (সাহিত্য করণি: ১ম, ২য়, ৩য়) ৫০%

ভাষা ৪ঃ বোড়ো/বাংলা/গারো/ মণিপুরী/নেপালী/ তিওয়া/ তাই/ রাভা/দেউরী/ মিসিং/ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী/সংস্কৃত এবং আরবী (৫০%)

অথবা

ভাষা ৩ঃ অসমীয়া (সাহিত্য করণি: ১ম, ২য়, ৩য়) ১০০%

- অসমিয়া, ইংরাজি এবং হিন্দি মাধ্যম ছাড়াও অন্যান্য মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলিতেও একই ভাষা নীতি প্রযোজ্য হবে। ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলিতে ২য় ভাষা হিসেবে অসমিয়া প্রযোজ্য হবে।
- অসমিয়া এবং ইংরাজি ভাষার বিদ্যালয়গুলিতে ৩য় ভাষা হিসেবে হিন্দি প্রযোজ্য হবে এবং হিন্দি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলিতে ৩য় ভাষা হিসেবে অসমিয়া বিবেচিত হবে । যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা ৪র্থ ভাষা নির্বাচন করে তাদের জন্যে ১ম (মাধ্যম ভাষা) অথবা ভাষা ২ এবং ভাষা ৩ এক হবে না। (উপরোক্ত ভাষা নীতি সরকারী অধিসূচনা নং PMA.329/2012/194 Dtd. 18/12/2019 অনুসরণ করে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে)

গুণোৎসব ঃ গুণগত শিক্ষার প্রসারের এক অভিনব পদক্ষেপ

বিগত ২০১৭ সাল থেকেই রাজ্যের বিদ্যালয়গুলোতে গুণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই উৎসবের উদ্দেশ্য হল শিশুর শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করার পাশাপাশি শিশুর শেখার মান নিরূপন করা। তদুপরি শিশুর শেখার ব্যবধানসমূহ শনাক্ত করে তার যথোচিত নিদানমূলক ব্যবস্থার দ্বারা সকল শিশুর জন্য সমপর্যায়র মান নিশ্চিত করাও এই উৎসবের এক অন্যতম উদ্দেশ্য।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি নং E254529/18 dated 09-12-2022 অনুযায়ী শিক্ষার গুণগত মান উন্নীতকরণ এবং গুণোৎসবের গুরুত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যালয়সমূহের বাৎসরিক পরীক্ষায় ১০ নম্বর গুণোৎসবের থেকে ধার্য করা হয়েছে।

সমগ্র শিক্ষা, অসমের পত্র নং SSA-15015/101/2022-ESTABLISHMENT-SSA dated 30-01-2023 অনুযায়ী 2024 সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে গুনোৎসবের সময়সূচি ধার্য করা হয়েছে।

বিদ্যাঞ্জলি ঃ ২.০

বিদ্যাঞ্জলি- ২.০ হল ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে সমাজ এবং ব্যক্তিগত খণ্ডের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করার উদ্দ্যেশ্য গ্রহণ করা এক পদক্ষেপ। সরকারি বিদ্যালয়গুলিকে সমাজ এবং ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সহায়-সহযোগ/ অনুদানের দ্বারা সবল করার উদ্দেশ্যে সরকার এই প্রকল্প চালু করে। অর্থাৎ এই প্রকল্প সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নত করার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের জন্য সকলকে এক মঞ্চ প্রদান করার ব্যবস্থা করেছে। এই প্রকল্পের সফল রূপায়ণের জন্য সরকার বিদ্যাঞ্জলিঃ২.০ নামের একটি পোর্টাল প্রস্তুত করেছেন।

এই পোর্টালটির মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলি নিজের নাম নিবন্ধন করার পাশাপাশি তাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী, সরঞ্জাম, পরিষেবা ইত্যাদির তথ্যসমুহ তুলে ধরতে পারে, অন্যদিকে বেসরকারি সংস্থা, ব্যক্তিগত খণ্ডের অনুষ্ঠান, ব্যক্তি ইত্যাদি পোর্টলটিতে নিজেকে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে নিবন্ধন করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী যেকোন বিদ্যালয়কে বিভিন্ন সামগ্রী/ সরঞ্জাম/ অন্যান্য পরিষেবা অনুদান হিসাবে প্রদান করতে পারে।

বিদ্যালয় তত্ত্বাবধান কার্যক্রম (School Mentoring Programme)

রাষ্ট্রীয় আবিষ্কার অভিযানের মাধ্যমে বিজ্ঞান এবং গণিতের উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধান (mentoring)এর কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যসূচির অধীনে প্রত্যেক জেলার ১০০ টি উচ্চ প্রাথমিক এবং সংযুক্ত বিদ্যালয়কে রাজ্যের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার এক একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, আই-আই-টি গুয়াহাটি, এন আই টি শিলচর, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, আই এ এস টি (IAST) ইত্যাদির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের অধীনস্থ বিদ্যালয়গুলিতে গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের এই দুটি বিষয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করবে। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানসমূহ বিজ্ঞান এবং গণিতের শিক্ষকের গোট গঠন করে বিদ্যালয়গুলিতে শেখা-শেখানোর প্রক্রিয়া ফলপ্রসু করে তোলার চেষ্টা করবে।

■ ক শ্রেণি থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় গুলিতে ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে নিয়মিত শ্রেণি দিন আরম্ভ হবে।

বিদ্যালয় অংশীদারিত্ব কার্যসূচি (School Twinning Programme)

এই কার্যসূচির অধীনে দুটি বিদ্যালয় যৌথভাবে কিছু কাজ সম্পাদন করে। যার ফলে একটি বিদ্যালয়ে সম্পাদিত কিছু ভালো কাজের নমুনা অন্য একটি বিদ্যালয় প্রত্যক্ষ করার এবং নিজ বিদ্যালয়েও সেই ধরনের কাজ সম্পাদন করার সুবিধা লাভ করে এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের ভিতরে এবং বাইরে শেখার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্র-ছাত্রীরা ভাব বিনিময় করতে পারে।

সাধারণত পাশাপাশি এলাকায় অবস্থিত দুটি সরকারি অথবা সরকারী এবং ব্যক্তিগত খণ্ডের বিদ্যালয়ের মধ্যে বিদ্যালয় অংশীদারিত্ব কার্যসূচি রূপায়ন করা হয়েছে। এই কার্যসূচির অধীনে করণীয়গুলি নিম্নধরনের-

- ব্যক্তিগত খণ্ডের বিদ্যালয় এবং সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক মুক্তভাবে বিদ্যালয় ভ্রমনের আয়োজন করা।
- যৌথভাবে শৈক্ষিক বিষয়ের উপর কর্মশালা অথবা আলোচনা চক্রের আয়োজন করা।
- দুটি অংশীদারী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- দুটি বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী বিনিময় করা।
- যৌথভাবে বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন করা।
- যৌথভাবে কুইজ, আকস্মিক বক্তৃতা ইত্যাদি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।
- দুটি বিদ্যালয়ের মধ্যে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত উত্তম অনুশীলন (best practices)সমূহের আদান প্রদান।
- পরিবেশ, জৈব বৈচিত্র, জলবায়ু, স্বাস্থ্য, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর সজাগতামূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি যৌথভাবে স্বচ্ছতা কার্যসূচির আয়োজন করা।
- ফলপ্রসু শেখনের জন্য একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনমূলক পদক্ষেপসমূহ অন্য বিদ্যালয়ে গিয়ে উপস্থাপন করা।
- যৌথভাবে স্থানীয় কলা, শিল্প, সংগীত ইত্যাদির প্রসার করা।
- জীবিকা সক্রান্ত সুবিধাসমূহের সম্প্রসাবণ করা।
- জীবন সম্বন্ধীয় দক্ষতার অন্তর্ভুক্তিকরণ।

অন্তর্ভুক্তিকরণ শিক্ষা

অন্তর্ভুক্তিকরণ শিক্ষা ব্যবস্থা হল বিদ্যালয়ের সকল কার্যসূচিতে সকল ছাত্র-ছাত্রীর সমান অংশগ্রহণ।

সকল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে —

- ☐ বিশেষভাবে সক্ষম শিশু
- ☐ বিভিন্ন ভাষা-ভাষী তথা জাতি/জনজাতি, ধর্ম/বর্ণ নির্বিশেষে শিশু
- ☐ প্রখর মেধাসম্পন্ন শিশুর পাশাপাশি কম মেধাসম্পন্ন শিশু
- ☐ কন্যা শিশু

অন্তর্ভুক্তিকরণ শিক্ষায় বিভিন্ন ধরণের শিশুদের বিকাশের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক শ্রেণি কক্ষের সামগ্রিক পরিবেশ পরিবর্তন করে নিতে পারেন।

শ্রেণি কক্ষের সামগ্রিক পরিবেশে সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন দিকসমূহ হল—

- ☐ পাঠ্যক্রম
- ☐ পাঠ্যপুস্তক
- ☐ শেখা-শেখানো সামগ্রী
- ☐ শেখা-শেখানোর কৌশল বা পদ্ধতি
- ☐ শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ
- ☐ মান নিরূপণ ব্যবস্থা
- ☐ শিক্ষকের ইতিবাচক মনোভাব ইত্যাদি।

অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

❍অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রিক বিকাশের দিকটি সঠিকভাবে নিরূপণ করতে সাহার্য করে।

❍এই ব্যবস্থার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের বৌদ্ধিক, শারীরিক, আবেগিক, সামাজিক ও সৃজনাত্মক মানসিকতা বিকাশের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

❍অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও বোধশক্তির উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে।

❍অবিরত মূল্যায়নের অর্থ হল বিরতিহীনভাবে করা মূল্যায়ন, যেখানে শিক্ষার্থীদের পূর্বের শেখা স্থিতির পরিবর্তন নির্ধারণ করা হয় এবং সেই সঙ্গে শেখার ব্যবধানসমূহ নথিভুক্ত করে বিশ্লেষণ করা হয় ও প্রতিকারের উপায় নির্ণয় করা হয়।

❍সামগ্রিক মূল্যায়নে এই বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় যে কেবল পুথিগত শিক্ষাই ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত শিক্ষা প্রদান করতে পারে না যদি না সমান্তরালভাবে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণরাজির বিকাশ ঘটানো হয়। অর্থাৎ সামগ্রিক মূল্যায়ন একজন ছাত্র বা ছাত্রীর সকল দিকের অগ্রগতির সঠিক পর্যালোচনা করে।

অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়নের সঙ্গে জড়িত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক—

- শেখানো ও শেখার প্রক্রিয়া চলিত অবস্থায় সমান্তরালভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত দিকের সফলতা —অর্থাৎ যা কিছু শেখানো হয় তা তারা কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে সেটির সঠিক পরিমাপ করাই অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রধান লক্ষ্য।
- নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রকৃতার্থে কোন পর্যায়ে অগ্রগতি লাভ করেছে তার উপর আলোকপাত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ পাওয়া যায়।
- 'সামগ্রিক' শব্দটির দ্বারা মূল্যায়নে সমগ্র পাঠ্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বোঝানো হয়েছে যদিও ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাদের সামর্থ ও অভিরুচি রয়েছে এমন বিষয়গুলির অগ্রগতির মূল্যায়ন করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের, উদাহরণস্বরূপে— শেখার প্রতি তাদের মনোভাব, সামাজিক আদান-প্রদান, আবেগিক নিয়ন্ত্রণ, অভিরোচন, স্বাস্থ্য, সবলতা ও দুর্বলতা ইত্যাদি দিকের উন্নীতকরণে সহায় করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এইক্ষেত্রে অন্যের সঙ্গে তুলনা না করে নিজে আগের তুলনায় কতটুকু উন্নতি করেছে সেই ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করা উচিত।

অবিরত ও সামগ্রিক মূল্যায়নের উপাদান —

১) মৌখিক প্রশ্ন
২) লিখিত প্রশ্ন
৩) ক্রিয়াকলাপ
৪) প্রকল্প
৫) দলীয় কার্য
৬) পর্যবেক্ষণ/নিরীক্ষণ তালিকা
৭) ক্ষেত্র অধ্যয়ন
৮) কুইজ/আকস্মিক বক্তৃতা/তর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হল (শিক্ষকের প্রতিফলন)

- ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে সম্পূর্ণভাবে জড়িত করতে পারছেন কি ?
- ওরা সঠিকভাবে শিখতে পারছে কি ?
- ওদের বিভিন্ন প্রয়োজনগুলি বুঝতে পারছি কি ?
- শ্রেণিকক্ষে এমন কোনো ছাত্র-ছাত্রী আছে কি যারা বুঝতে পারছে না? তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে শেখার কার্যে অধিক আগ্রহান্বিত করতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ?

রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020) কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরামর্শ

(১) ৫+৩+৩+৪ পরিকাঠামো অনুযায়ী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমিক স্তর-
(ক) প্রাথমিক (Foundational) ৫ বছরঃ ৩ বছর (অঙ্গনবাড়ী/প্রাক-বিদ্যালয়/বাল বাটিকা (৩-৬ বছর) ও ২ বছর (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি (৬-৮ বছর)
(খ) প্রস্তুতিমূলক (Preparatory) ৩ বছর (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি (৮-১১ বছর)
(গ) মাধ্যমিক ৩ বছর (ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেনি (১১-১৪ বছর)
(ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক ৪ বছরের (নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি (১৪-১৮ বছর)
(চ) ২০৩০ সালের মধ্যে গুণসম্পন্ন প্রাক্ শৈশব, বিকাশ, যত্ন ও শিক্ষার সার্বজনীন ব্যবস্থা করা, যাতে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে এমন সব শিশুরাই বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়।

(৩) ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রালয় প্রাথমিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যাজ্ঞানের উপর প্রাধান্য দিয়ে একটি রাষ্ট্রীয় মিশন গড়ে তুলবে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীরা বুনিয়াদী সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান আয়ত্ত করার দক্ষতা অর্জন করবে ।

(৪) শিক্ষার লক্ষ্য কেবল বৌদ্ধিক বিকাশে সীমাবদ্ধ না হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্রগঠন এবং একবিংশ শতাব্দীর কৌশল সমূহের দ্বারা তাদের সমৃদ্ধ করে তোলায় গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

(৫) অধ্যয়নের সময় বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের পছন্দ এবং আগ্রহের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে এবং নিয়মিত পাঠ্যক্রম, বহির্ভূত পাঠ্যক্রম বা সহ-পাঠ্যক্রম, কলা, বিজ্ঞান, বৃত্তিমূলক তথা অন্যান্য শৈক্ষিক শাখার মধ্যে কোনো ধরনের কঠোর বিভাজন থাকবে না ।

(৬) একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং তার ৫-১০ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্রকে অন্তর্ভুক্ত করে সকল নিম্ন পর্য্যায়ের বিদ্যালয়কে নিয়ে 'বিদ্যালয় গোষ্ঠী' নামক একটি পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে । ১৯৬৪-৬৫ সালে শিক্ষা আয়োগ এই পরামর্শ প্রদান করলেও এই পর্যন্ত তা যথাযথভাবে রূপায়িত করা যায় নি । এই শিক্ষানীতিতে 'বিদ্যালয় গোষ্ঠী'র ধারনা যথাসম্ভব রূপায়নে গুরুত্ব আরোপ করেছে ।

(৭) নিজের বৃত্তিগত প্রয়োজনে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের বছরে অন্ততপক্ষে ৫০ ঘন্টা অবিরত বৃত্তিগত বিকাশের কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হবে।

(৮) দেশের প্রত্যেকটি শিশু 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' কার্যসূচির অধীনে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির মধ্যে 'ভারতের ভাষা' নামক আনন্দদায়ক প্রকল্প/ ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করবে ।

(৯) বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া কিশোর এবং শিশু বিশেষত কন্যা শিশুদের সুরক্ষা এবং অধিকারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে । কৈশোরকালের বিভিন্ন সমস্যা যেমন-নেশাশক্তি, বৈষম্য, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, হিংসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ এর পাশাপাশি তাদের অধিকার বা সুরক্ষার জন্য একটি স্বচ্ছ, দক্ষ এবং নিরাপদ পরিবেশের সূচনা করতে হবে ।

(১০) দীক্ষা(DIKSHA) য় সন্নিবিষ্ট ই-উপকরণগুলি ছয়টি অংশে ভাগ করা হবে- NCERT র পাঠ্যপুস্তকের শেখার ফলাফল ভিত্তিক প্রশ্নকোষের নিরিখে, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের বৃত্তিগত বিকাশের উপর ভিত্তি করে ভার্চুয়েল ল্যাব ও বিদ্যাদানের উপকরণের আধারে ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে এই উপকরণগুলি বিস্তৃতরূপে দীক্ষায় উপলব্ধ হবে ।

শিশুর শেখা নিশ্চিত করনের জন্য অসম সরকার কর্তৃক গৃহীত ডিজিটাল পদক্ষেপ

☐ **সবলীকৃত পাঠ্যপুস্তক** (Energized Textbook)

পাঠ্যপুস্তক গুলিতে QR কোড সন্নিবিষ্ট করার ব্যবস্থা করা হয়েছে । শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের স্মার্ট ফোনের সাহায্যে এই QR কোড Scan করে ডিজিটাল উপকরণগুলি ইন্টারনেটে দেখার সুবিধা লাভ করবেন ।

- এই পর্যন্ত অসমের ১৫২ টি নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তকে QR কোডসন্নিবিষ্ট করে তার সঙ্গে দীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ই-উপকরণগুলি সংযুক্ত করা হয়েছে

☐ **দীক্ষা**(Digital Infrastructure for Knowledge Sharing)

পি.এম.ই.(PMe-Vidya.) বিদ্যা নামক ডিজিটাল কার্যসূচির অধীনে রাজ্য সরকার 'দীক্ষা অসম' নামক পোর্টেল চালাচ্ছেন । সমগ্র অসমের শিক্ষক ও শিক্ষক প্রশিক্ষক গণ কর্তৃক প্রস্তুত প্রায় সহস্রাধিক ই-উপকরণ এই পোর্টেলে আপলোড করা হয়েছে । 'স্বয়মপ্রভা' (Swayamprabha) চ্যানেলযোগে প্রচারিত ভিডিয়ো এবং আকাশবাণীযোগে প্রচারিত অডিয়ো ক্লাসসমূহ 'দীক্ষা অসম' পোর্টেলের আপলোড করা হয়েছে । শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং শিক্ষক প্রশিক্ষকদের সামর্থ বিকাশ (Capacity Building) এর জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে ই-উপকরণসমূহ সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে পারেন।

- শিক্ষক এবং , ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকরা মোবাইল ফোনে DIKSHA APP ডাউনলোড করে ফোনের Scanner এর সাহায্যে QR কোডগুলি Scan করে পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবিষ্ট e-Content দেখতে পারবেন ।

☐ **স্বয়মপ্রভা** (Swayamprabha)

ভারত সরকারের পি.এম.ই. (PMe-Vidya.) বিদ্যা 'এক শ্রেণি, এক চ্যানেল' কার্যসূচির আধারে অসম সরকার ২০২০ সালের ২৪ মে থেকে স্বয়মপ্রভা ই.টি.ভি. র সহযোগে অসমিয়া মাধ্যমে প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত ভিডিয়ো পাঠদানের ব্যবস্থা করেছেন।

☐ **জ্ঞানবৃক্ষঃ-**

- ACC এবং GTPL নামক দুটি কেবল চ্যানেলের মাধ্যমে প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের দ্বারা লাইভ পাঠদান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা ।
- এই পাঠসমূহ জিও টিভির মাধ্যমেও সম্প্রচার করা হয়েছে ।

☐ **বিশ্ববিদ্যা, অসম ইউটিউব চ্যানেল-**

ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই ইউটিউব চ্যানেল আরম্ভ করা হয়েছে । এখানে বিজ্ঞান, গণিত, ইংরাজি, ব্যাকরণ, শব্দ ভাণ্ডার ইত্যাদি ই-উপকরণ রাখা হয়েছে । ছাত্র-ছাত্রীরা সহজে এগুলি দেখতে এবং ডাউনলোড করতে পারবে । তাছাড়াও সময়নুচারে রেডিও এবং দূরদর্শন সহযোগের দৃশ্য-শ্রাব্য পাঠ সম্পচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে য়ুথ এবং ইকোক্লাব (য়ুথ এবং পরিপার্শ্বিক সংঘ) এর অধীনে করনীয় কার্যসমূহ-

য়ুথ ক্লাবের ক্রিয়াকলাপ -স্কুল চলাকালীন খেলা-ধূলার আয়োজন, গ্রন্থাগারের পাঠদানের ব্যবস্থা, নৃত্য, গীত, নাটক, মুকাভিনয়ের ব্যবস্থা, কবিতা আবৃত্তি , আকস্মিক বক্তৃতা, চিত্রকলা অংকনের ব্যবস্থা, কোলাজ, তর্ক প্রতিয়োগিতা কুইজ, হস্তশিল্প (মাটি, কাগজ, বাঁশ প্লাস্টিক আদি সামগ্রীর দ্বারা) বর্জ্য পদার্থ/অকেজো জিনিস দিয়ে নির্মিত, বিজ্ঞান প্রদর্শনী /গণিত প্রদর্শনী, শ্লোগান লেখা /পোস্টার লেখা /বাণী লেখা, ব্যায়াম, যোগাসন, কারিগরী কৌশলের ওপরে কর্মশালার আয়োজন, শ্রেনিকক্ষের রূপসজ্জা গড়ে তোলা ।

ইকোক্লাবের ক্রিয়াকলাপ - ফুল-ফল, শাক-সব্জির বাগান তৈরি কবার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা, পরিবেশ রক্ষার সজাগতা অনুষ্ঠান, পারিপার্শ্বিকতা রক্ষার জন্য প্রকল্প, স্বাস্থ্য সজাগতা সভা /ক্যাম্প, জলশক্তি সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য সজাগতা এবং প্রকল্পর অধীনে নমুনা প্রস্তুত, জলবায়ু সুরক্ষা, দুর্যোগ সজাগতা এবং ব্যবস্থাপনা, বিদ্যালয়ে পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা, স্বচ্ছ অভিযানের সাহায্যে সমাজ সেবা, সময় সাপেক্ষে সার্বজনীন সভার আয়োজন করা।

পাঠদান প্রক্রিয়াতে তথ্য প্রযুক্তি (ICT) র ব্যবহার

শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা নিজের এনড্রয়েড মোবাইল ফোন ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীকে বিভিন্ন উন্নতমানের ছবি, ভিডিও দেখিয়ে পাঠদান প্রক্রিয়া আকর্ষণীয় করে তুলবেন। এছাড়াও কোভিডের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে স্কুলবন্ধর সময় শিক্ষকরা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ধরনের শৈক্ষিক অডিও /ভিডিও ইত্যাদি ই-কনটেন্ট প্রস্তুত করে হোয়াটস অ্যাপের দ্বারা প্রেরণ করতে দেখা গেছে। সেই ই-কনটেন্টসমূহ এখনও শ্রেণিকক্ষে শৈক্ষিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারা যায়।

যে বিদ্যালয় গুলোতে সরকারের পক্ষ থেকে স্মার্টক্লাসের জন্য স্মার্টবোর্ড, প্রজেক্টর ইত্যাদি যোগান ধরা হয়েছে সেই বিদ্যালয় গুলোতে প্রত্যেকটি শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সুযোগ পায় সেইভাবে সপ্তাহে একদিন /দুদিন শিক্ষকরা নিজ নিজ বিষয়ের ওপরে পাঠদান করতে পারেন।